শালগ্রাম শিলা

মহাপবিত্র মহাদিব্য রত্ন শালগ্রাম নারায়ণ শিলা :-

শালগ্রাম নেপালের মুক্তিনাথ এলাকায় পাওয়া গন্ডকী নদীতে গভীরে পাওয়া একটি মহাপবিত্র মহাদিব্য নারায়ণ শিলারত্ন । এইটি মূর্ত প্রতীক ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করা হয়। তেমনি অসাধারণ পবিত্র মহাদিব্য রত্ন শালগ্রাম এর উপাসক তার সমস্ত প্রচেষ্টায় প্রচুর জ্ঞান, ভাল গুণ, সাহস এবং সাফল্য পান। শালগ্রাম পবিত্র মহাদিব্য রত্ন শান্তি ও সুখ প্রদান করে। প্রতিটি প্রকৃত শালগ্রাম মহাদিব্য নারায়ণ শিলারত্ন এর চিহ্ন রয়েছে যা প্রায়ই ভগবান বিষ্ণুর চক্র সুদর্শন চক্রের প্রতিনিধিত্ব করে। বিষ্ণুর দৃশ্যমান এবং প্রাকৃতিক প্রতীক হিসেবে সারা দেশে মন্দির, মঠ এবং গৃহস্থালিতে শালগ্রাম পাথরের পূজা করা হয়। এই শালগ্রাম পাথরে স্নান করা জলে চুমুক দেওয়া অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারের জন্য একটি দৈনন্দিন অনুষ্ঠান। শালগ্রামের এই ক্ষমতা রয়েছে যে ব্যক্তি তার কাছে যে কোনও সংকল্প গ্রহণ করার জন্য অসাধারণ আত্মবিশ্বাস প্রদান করে এবং সে চূড়ান্ত বিজয়ী হয়ে ওঠে। পবিত্র মহাদিব্য শালগ্রাম নারায়ণ শিলার উপাসক বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এবং তার জীবনে প্রচুর শান্তি ও সমৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করে। শালগ্রামের উপাসক তার সমস্ত চেষ্টায় প্রজ্ঞা, ত্যাগ , বৈরাগ্য , ভক্তি ও উত্তম গুণাবলী, সাহস এবং সাফল্য পান এবং অন্তে পরম বৈকুন্ঠগতি লাভ করেন ও পরম মুক্তিলাভ করেন। ।

পবিত্র মহাদিব্য রত্ন শালগ্রামশিলা কত রকমের হয় ও কি কি ???

পবিত্র মহাদিব্য রত্ন শালগ্রামশিলা 20 ধরনের শালগ্রাম শিলা হয় -এটাই জানা যায়।শালগ্রাম পবিত্র মহাদিব্য রত্ন ভিতরে চক্র রয়েছে। এগুলি আকার, আকার, রঙ, খোলা (দ্বার), চক্র (প্রাকৃতিক খোদাই), লাইন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

1. লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম শিলা: হালকা গা কালচে রঙের, একটি খোলার, চারটি চক্র এবং একটি লাইন।

2. প্রদ্যুম্ন শালগ্রাম শিলা: ছোট, উপরে একটি চক্র, এবং বাঁকা দিয়ে।

3. অনিরুদ্ধ শালগ্রাম শিলা: গোলাকার, হালকা হলুদ থেকে হলুদ রঙ, মসৃণ কাচের মতো প্রদর্শনী। শান্তি ও সুখ বয়ে আনে।

4. বাসুদেব শালগ্রাম শিলা: স্বয়ং কৃষ্ণের পূজা করার সমতুল্য। গোল, চকচকে, একটি খোলার চারপাশে দুটি চক্র। ভক্তদের কাছে তাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে।

Published on: Oct, 12 2022 15:20

5. সংক্ষিপ্ত শালগ্রাম শিলা: দুটি চক্র একে অপরের মুখোমুখি। সামনের দিকে সংকীর্ণ এবং পিছনে বিস্তৃত। ব্রহ্মচারীদের জন্য, এটি জ্ঞান নিয়ে আসে।

6. নরসিংহ শালগ্রাম শিলা: অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করা হয়। দুটি চক্র রয়েছে এবং আকৃতি বৈচিত্র্যময়। এই শালগ্রামের ভক্ত হয়ে যান সর্বসঙ্গতিগী (ত্যাগী) এবং জিতেন্দ্রিয়া।

7. লক্ষ্মী নরসিংহ শালগ্রাম শিলা: নরসিংহ শালগ্রামের মতো উগ্রা নয়। এই শালগ্রামটি এইভাবে আনন্দদায়কতার মূর্ত প্রতীক।এটির একটি বিস্তৃত খোলা রয়েছে, দুটি চক্র রয়েছে এবং একটি মালার ধরনও রয়েছে।এটি ভক্তদের শান্তি ও সান্ত্বনা এনে দেয়।

8. হায়গ্রীব শালগ্রাম শিলা: ঘোড়া দুটি চক্রের মুখোমুখি। এত আকর্ষণীয় চেহারা নয়। বিশেষ করে জ্ঞানের জন্য (শিক্ষা)।

9. সুদর্শন শালগ্রাম শিলা: একটি চক্রের সাথে একটি সাধারণ রূপ রয়েছে।

10. গদাধরা শালগ্রাম শিলা: একটি চক্রের সাথে খুব সাধারণ।

11. মধুসূদন শালগ্রাম শিলা: গা মেঘের রঙ এবং চাকার আকৃতি। একটি বাছুরের পায়ের ছাপের মতো লক্ষণ রয়েছে। খুবই পবিত্র।

12. লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম শিলা: একটি রেখা মত একটি মালা দিয়ে খোলা। গা মেঘের রং, চারটি চক্র। খুব বিরল এবং বিশেষ। ভক্তদের সকল ইচ্ছা পূরণ করে।

13. লক্ষ্মীজনার্ধন শালগ্রাম শিলা: একটি রেখা মত কিন্তু মালা ছাড়া, গা মেঘের রং, চারটি চক্র। খুব বিরল এবং বিশেষ। ভক্তদের সকল ইচ্ছা পূরণ করে।

14. বামন শালগ্রাম শিলা: আকারে ছোট, কালো রঙের হালকা ছায়া, দুচক্র যার কোন খোলার সুযোগ নেই।

15. শ্রীধর শালগ্রাম শিলা: আকারে ছোট, কালো রঙের হালকা ছায়া, দুচক্র যার কোন খোলার সুযোগ নেই। কিন্তু রেখার মতো মালা দিয়ে। ভক্তদের জন্য শুভকামনা এবং উন্নতি নিয়ে আসে।

16. রঘুনাথ শালগ্রাম শিলা: দুটি খোলা, চারটি চক্র এবং একটি বাছুরের অনুরূপ চিহ্ন।

17. দামোদর শালগ্রাম শিলা: তুলনামূলক ভাবে বড়ো , সাধারণত মন্দিরে পাওয়া যায়। দুটি চক্র আছে।

18. রানা রাম শালগ্রাম শিলা: গোলাকার, মাঝারি আকারের, দুটি চক্রের সাথে, শিশুর চিহ্ন, ধনুক এবং তীর চিহ্ন।

19. রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম: গোলাকার, মাঝারি আকারের, দুটি চক্রের সাথে, শিশুর চিহ্ন, ধনুক এবং তীর চিহ্ন কিন্তু সাতচক্র এবং ছাতার চিহ্ন (ছত্রী) সহ। ভক্তদের কাছে রাজ যোগ এবং রাজা সন্মান এনেছে।

20. অনন্ত শালগ্রাম শিলা: 14 টি চক্র সহ কালো কালো। শালগ্রামের সবচেয়ে পবিত্র। খুব দুর্লভ...

ভগবান বিষ্ণু শালগ্রাম শিলার কী নিয়ম মেনে চলতে হবে?

এটি আপনার গুরু উপদেশে অনুসারে উপাসনা করা উচিত, তবে এটি অবশ্যই ভগবান বিষ্ণু শালগ্রাম শিলার কোনো উপাসকের উপদেশে নিয়ে পূজা করা উচিত।

এটি আপনার পূজা মণ্ডপে রাখা উচিত, কাঠের পছন্দমতো তৈরি পাত্রে।
আপনি কেবল তখনই ভগবান বিষ্ণু শালগ্রাম শিলাকে স্নান করতে পারেন যখন আপনি

মাথা স্নান করেছেন এবং কোনও ধরণের অশুচিতার সাথে যোগাযোগ না করে পরিষ্কারভাবে ধুয়ে যাওয়া কাপড় পরেছেন।

Published on: Oct, 12 2022 15:20